রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প ও স্থানীয় বাংলাদেশী জনগোষ্ঠীর জন্য কোভিড-১৯ এবং মৌসুমী বর্ষার প্রস্তুতি ও সাড়াদান কার্যক্রমের সাপ্তাহিক আপডেট # ২৮ | ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

কক্সবাজার, বাংলাদেশ

হাইলাইট

ছবি: ডব্লিউএফপি/ মো। খায়রুল ইসলাম

"আমি নিজেকে জীবিকানির্বাহী কর্মকাণ্ডে যুক্ত করতে পেরে খুবই আনন্দিত। মাস্ক প্যাকেজিংয়ের কাজটি করার মাধ্যমে আমার আত্মসম্মানবোধ বেড়েছে এবং এখন আমার আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাস বেড়েছে, কারণ আগে আমার বাম হাত ব্যবহার করতে না পারার ফলে আমি অবহেলিত হয়েছি। এখন আমি অনেক কিছু করতে চাই।"

– ইসালা খাতুন, বিশ্বের সর্ববৃহৎ শরণার্থী ক্যাম্প কুতুপালং মেগা ক্যাম্পে বসবাসরত একজন ৩৯ বছর বয়সী রোহিঙ্গা নারী ও চার সন্তানের জননী। ইসালার বাম হাত আট বছর বয়সে এক অগ্নি দুর্ঘটনায় পুড়ে যায়। তিনি তার পরিবারের চাহিদা মেটাতে কাজ করতে আগ্রহী ছিলেন, তবে নিয়োগকর্তারা তার হাতের অক্ষমতার জন্য তাকে কাজে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। গত মাসে, কক্সবাজার লাইভলিহুড ওয়ার্কিং গ্রুপের মাস্ক-তৈরী উদ্যোগের সহযোগী ব্র্যাক, ইসালাকে মাস্ক প্যাকেজিংয়ের কাজে অংশগ্রহণের জন্য নির্বাচিত করে। ইসালা ৫দিন কাজ করে তার পরিবারের জন্য মাছ, শাকসবজি ও অন্যান্য জিনিসপাতি কিনতে সমর্থ হন। তার সন্তানেরা তাদের মাকে কাজ করতে দেখে খুব খুশি। লাইভলিহুড ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা ইসালার মত বহু প্রতিবন্ধী রোহিঙ্গাদের মাস্ক প্যাকেজিংয়ের কাজে যুক্ত করছে, শরণার্থীদের কোভিড-১৯ সাড়াদানে তাদের কমিউনিটিতে অবদান রাখার জন্য নতুন সুযোগ করে দিচ্ছে।

এ সপ্তাহের মূল কোভিড-১৯ পরিসংখ্যান[১]

১৯০
নিশ্চিত কোভিড-১৯ কেইস রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্পের ভেতর এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই নিশ্চিত কেইসের সংখ্যা **৪,৩০১**

৩৫
রোহিঙ্গা শরণার্থী কোয়ারেন্টিনে যারা কোভিড-১৯ সন্দেহভাজক বা নিশ্চিত কেইসের সংস্পর্শে ছিলেন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে এই সংখ্যা **৯৭৪**

২৪,৬৩৫
রোহিঙ্গা শরণার্থী (১৪,৩৪৩ জন নারীসহ) কোভিড-১৯কালীন জিবিভি ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন

৭
রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রাণহানি কোভিড-১৯ জনিত কারণে এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৃতের সংখ্যা **৬৮**

১০১
রোহিঙ্গা শরণার্থী আইসোলেশনে যারা কোভিড-১৯ সন্দেহভাজক বা নিশ্চিত কেইসের সংস্পর্শে এসেছেন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে এই সংখ্যা **৫৩৮**

৬,৮৫০রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী মা এবং সেবাদানকারীরা কোভিড-১৯ প্রেক্ষিতে নবজাতক ও কমবয়সী শিশুদের খাওয়ানোর অভ্যাস সম্পর্কে পরামর্শ লাভ করেন

এ সপ্তাহে রিপোর্টকৃত বর্ষার ক্ষয়ক্ষতি[২]

৫০৪
রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্ষতিগ্রস্থ[৩]

১
রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রাণহানি পানিতে ডুবে[৪]

০
রোহিঙ্গা শরণার্থী আহত

০
রোহিঙ্গা শরণার্থী স্থানান্তরিত

০
রোহিঙ্গা শরণার্থী ঢালু স্থানের মাটি সরে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ

৫০২
রোহিঙ্গা শরণার্থী ৮ ঝড়/বাতাস/বৃষ্টিজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ

০
রোহিঙ্গা শরণার্থী জলাবদ্ধতাজনিত ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ

০
রোহিঙ্গা শরণার্থী বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্থ

---

[১] স্থানীয় জনগোষ্ঠী/ কক্সবাজার জেলার তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দৈনিক আপডেট হতে প্রাপ্ত। লক্ষ্যনীয় যে, নিশ্চিতকৃত কোভিড-১৯ কেইস ও প্রাণহানির সংখ্যা আপেক্ষিক।
[২] সকল সংখ্যা নির্দেশক মাত্র, যা ঘটনার দিন সম্পন্ন এসএমএসডি সেক্টরের মাধ্যমে দ্রুত মূল্যায়ন পরবর্তী রিপোর্ট করা হয়। সংখ্যাগুলো যাচাইকৃত নয়।
[৩] পরিবার এবং/অথবা ব্যক্তি যারা সরাসরি কোন ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ, এখানে আহত, স্থানান্তরিত, বাস্তুচ্যুত এবং ক্ষতিগ্রস্থ শেল্টারের লোকজন অন্তর্ভুক্ত। যারা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ, যেমন- যারা ক্ষতিগ্রস্থ কেন্দ্রগুলোতে কোন সুবিধাভোগ করতে পারছে না, তারা এই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নয়।
[৪] এসএমএসডি সেক্টর বর্ষা মৌসুমের কারণেই ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে কিনা তা নিশ্চিত করতে পারেনি, তবে এই উপাত্তে বর্ষা মৌসুমকালীন ক্যাম্পে রিপোর্টকৃত সকল ঘটনার (ঝড়, ঢাল ভাঙন, বজ্রপাত, বন্যা ও ডুবে যাওয়া) তথ্য রয়েছে।

কোভিড-১৯

স্বাস্থ্য

ক্যাম্পগুলোতে কোভিড-১৯ নিশ্চিত কেইসের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত সপ্তাহে শরণার্থী জনগোষ্ঠীতে পূর্বের সপ্তাহের ৫০টি নিশ্চিত কেইসের তুলনায় ৩২টি নিশ্চিত কেইসের খবর পাওয়া যায়- যা পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর থেকে সপ্তাহ অন্তর অন্তর রেকর্ডকৃত সংখ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ। সকল কেইস ক্যাম্প স্বাস্থ্য ও রোগ পর্যবেক্ষণ অফিসার (সিএইচডিএসও)-র মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক দ্বারা তদন্ত করা হয়। এ সপ্তাহে ক্যাম্পগুলোতে পরীক্ষার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে- গত সপ্তাহের ১,৪৮৫টি পরীক্ষার তুলনায় প্রতি দশ লক্ষ জনসংখ্যায় ১,৮০৩টি। একইভাবে, স্থানীয় জনগোষ্ঠীতেও প্রতি দশ লক্ষে পরীক্ষার সংখ্যা বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে- গত সপ্তাহের ৬৫৮টি পরীক্ষার তুলনায় এ সপ্তাহে ৬৮৪টি। স্বাস্থ্য সেক্টর সহযোগীরা মহামারী প্রেক্ষিতে টিকাদান কর্মসূচী পরিচালনা সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী নিয়মিত টিকাদান সেশন পরিচালনা করেন। তথ্য-উপাত্তের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সত্ত্বেও কোভিড-১৯ প্রশমন ব্যবস্থার ফলে শরণার্থী জনগোষ্ঠীতে টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্র সীমিত ছিল।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ)

ওয়াশ সেক্টর সহযোগীরা স্থানীয় ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীতে প্রতিবেশী-ভিত্তিক পদ্ধতিতে ২৭৮,১৫৪ জনের কাছে পৌঁছায় এবং কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের মাধ্যমে ১৪২,০০৭ জনের কাছে পৌঁছায়। ক্যাম্পগুলোতে ওয়াশ সেক্টর সহযোগীরা ৩১,৩১২টি পরিবারকে সাবান ও ১৯৭টি পরিবারকে হাইজিন কিট প্রদান করে এবং মোট ২,৭২৭টি হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন স্থাপন করে, এর মধ্যে রয়েছে পারিবারিক পর্যায়ে স্টুল ও বালতিসহ ৫৮৮টি হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন, পাবলিক প্লেসে ৫০০টি হ্যান্ডওয়াশিং স্টেশন এবং পাবলিক প্লেস ও টয়লেটের কাছে ১,৬৩৯টি টিপি ট্যাপ। স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও ক্যাম্পে কোভিড-১৯ ঝুঁকি প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং আইপিসি সমঝোতার অংশ হিসেবে, ওয়াশ সেক্টর সহযোগীরা ৭১,০৬০টি ওয়াশ ফ্যাসিলিটি এবং ৫,৯৬৮টি সাধারণ ভবন জীবাণুমুক্ত করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি একটি ক্যাম্পের প্রবেশমুখে হাত ধুচ্ছেন। ছবি: খোকন খান

কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং *গ্রুপ*

কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা ১৫২ জন স্টাফ ও স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ২০টি ক্যাসকেড প্রশিক্ষণ সেশন আয়োজন করেন। কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা কমিউনিটি সংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মূল বার্তাসহ ক্যাম্প ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ২৭৪,১৭৯ জনের কাছে পৌঁছায়, এর মধ্যে রয়েছে ৫৫,৪৭৩টি প্রতিবেশী-ভিত্তিক সেশন, ১৮,২৮০টি কমিউনিটি পরামর্শমূলক সভা, ৮৭৩টি লিসেনিং গ্রুপ সেশন, ৫৩৮টি ভিডিও/ফিল্ম প্রদর্শনী এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের পরিচালিত ৯,৮০৫টি সেশন। কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা ২০টি ক্যাম্পে লাউডস্পিকার ও মেগাফোনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সচেতনতামূলক বার্তা প্রচারের আয়োজন করেন। কমিউনিটির মতামত ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য ক্যাম্পগুলোতে ৯১টি তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে ৪টি তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র চালু ছিল। কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত ৩টি নতুন অডিও বার্তা প্রস্তুত করেন।

নিকটবর্তী এক স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশি নারীরা কোভিড-১৯ প্রতিরোধ ও সাড়াদান সংক্রান্ত প্রতিবেশিভিত্তিক সচেতনতামূলক সেশনে অংশগ্রহণ করেন। ছবি: কারিতাস

খাদ্য নিরাপত্তা (এফএসএস)

সুরক্ষা মূলধারাকরণ ফোকাল পয়েন্ট এ সপ্তাহে বয়স, লিঙ্গ এবং বৈচিত্র্য সম্পর্কে সহযোগীদের দৃষ্টিভঙ্গি জোরদার করতে এবং মহামারী চলাকালীন জরুরী সহায়তা এবং পরিষেবাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে সুরক্ষা নীতিগুলিকে আরও একীভূত করতে এফএসএস-কে সহযোগিতা করে। এফএসএস সহযোগীরা বিকল্প সংগ্রহকারী, মাঝি বা স্বেচ্ছাসেবী সহায়তায় পরিষেবা গ্রহণে অসুবিধার সম্মুখীন শরণার্থী পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। পারিবারিক পর্যায়ে জরুরী কোভিড-১৯ বার্তা প্রচার করতে এবং কমিউনিটি পরামর্শমূলক সভা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোট ৯০৬ জন কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবীদের নিযুক্ত করা হয়। কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে জরুরী ব্যবস্থা হিসেবে সহযোগীরা ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত জনপ্রতি ২টি পুনর্ব্যবহারযোগ্য মাস্ক নিয়ে ৭৩১,৪০০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ৪৯২,৫০০ জন ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশীদের কাছে পৌঁছায়।

সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা (সিপিএসএস) ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি এসএস)

সুরক্ষা সেক্টর সহযোগীরা কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্যাম্পগুলোর বর্তমান কমিউনিটিভিত্তিক কাঠামোর সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করেন। এ সপ্তাহে, রোহিঙ্গা ইমাম ও নারী প্রচারকরা ৩০,২৯১ জনের জন্য ১,৯৮৪টি সচেতনতামূলক সেশন পরিচালনা করেন। সুরক্ষা মেইনস্ট্রিমিং ফোকাল পয়েন্ট ১৫ সেপ্টেম্বর ইংরেজি ও বাংলায় স্বাস্থ্য সেক্টরের ৬৪ জন অংশগ্রহণকারী নিয়ে ক্যাম্পগুলোতে স্বাস্থ্য পদক্ষেপসমূহের বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনায় সুরক্ষা নীতি মূলধারাকরণ বিষয়ে একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। জিবিভি ও শিশুসুরক্ষা সাবসেক্টর জিবিভি/সিপি কর্মশালা এবং ৩৬ জন জিবিভি ও সিপি কেইস ম্যানেজারদের যৌথ সভার মাধ্যমে ক্যাম্পগুলোতে যৌন নিপীড়ন

সংক্রান্ত শিশু ও কিশোর সারভাইভরদের কেইস ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সমন্বয় জোরদার করেছে। জিবিভি সাবসেক্টর সহযোগীরা স্টার্ট, অ্যাওয়ারনেস, সাপোর্ট এন্ড অ্যাকশন (এসএএসএ) কার্যক্রম পুনরায় চালু করেছেন, যা মহামারীর কারণে এই বছরের শুরুতে স্থগিত ছিল। এসএএসএ হল জিবিভি প্রোগ্রামিংয়ের একটি সামাজিক সংযোগ পদ্ধতি যা পুরুষ ও কিশোরদের কর্মী হিসেবে যুক্ত করে। জিবিভি সাবসেক্টর সহযোগীরা গৃহ পরিদর্শন ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে কোভিড-১৯ মহামারীকালীন জিবিভি ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন অব্যাহত রাখে, এর মাধ্যমে ১৪,৩৪৩ জন নারীসহ ২৪,৬৩৫ জন শরণার্থীর কাছে পৌঁছায়।

সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট (এসএমএসডি)

এসএমএসডি সেক্টর সহযোগীরা ক্যাম্পের প্রবেশমুখে তাপমাত্রা পরীক্ষা ও হাতধোওয়া কর্মকাণ্ডে সহায়তা করে এবং এ সপ্তাহে টেকনাফে ৬,৬১৭ জনের পরীক্ষা করে। এসএমএসডি টিম আইপিসি ব্যবস্থা বজায় রাখার বিষয়ে শরণার্থী পরিবার শনাক্ত করে তাদের সাথে যোগাযোগের ব্যাপারে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতা করে। এসএমএসডি সেক্টর সহযোগীরা ক্যাম্প ২০ সম্প্রসারণের কোয়ারেন্টিন কেন্দ্রে বাসকারী বিভিন্ন ক্যাম্পের ৭টি পরিবারকে (২৬ জন) সহায়তা প্রদান করে। তাছাড়া, সহযোগীরা গৃহপরিদর্শন, রেডিও লিসেনিং গ্রুপ এবং রোহিঙ্গা নারী, পুরুষ, কিশোর-কিশোরী ও ইমামদের নিয়ে ভিডিও প্রদর্শনীর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা করেন।

পুষ্টি

পুষ্টি সেক্টর সহযোগীরা প্রায় ২,৩০০ রোহিঙ্গা মা এবং ১১৮ রোহিঙ্গা কিশোরীদের মিড আপার আর্ম সারকামফেরেন্স পরিমাপ (এমইউএসি) এবং শিশুদের নিকটস্থ সমন্বিত পুষ্টিকেন্দ্রে রেফার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এছাড়াও সহযোগীরা প্রায় ১,২০০ রোহিঙ্গা এবং ৫,৬৫০ বাংলাদেশী মা এবং সেবাদানকারীদের জরুরী অবস্থায়, বিশেষত কোভিড-১৯ প্রেক্ষিতে, নবজাতক ও কম বয়সী শিশুদের খাওয়ানোর অভ্যাস সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করেন। পুষ্টি সেক্টর ক্যাম্পগুলোর পুষ্টিকেন্দ্র থেকে ৭৮ জনের সন্দেহভাজক কোভিড-১৯ কেইস শনাক্ত করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে রেফার করে।

শিক্ষা

এ সপ্তাহে ১,৮৪১ জন বার্মিজ ভাষা প্রশিক্ষক (বিএলআই) ক্যাম্পগুলোতে অডিও ক্লিপ ও লাউডস্পিকারের মাধ্যমে ৮৩,১৪৪ জন মা-বাবা, কমিউনিটি সদস্য ও সেবাদানকারীদের কাছে কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করেন, এবং ১০,০২১ জন রোহিঙ্গা মা-বাবা, কমিউনিটি সদস্য ও সেবাদানকারীদের মধ্যে কোভিড-১৯ বিষয়ক সচেতনতামূলক বার্তা প্রচার করেন। বিএলআই-রা শিখন উপকরণ ও কার্যক্রম ব্যাখ্যার মাধ্যমে ২,৭৮২ জন শিক্ষার্থীকে ঘরে থেকে শিক্ষালাভের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করেন। ১,২১৯ জন বার্মিজ ভাষা প্রশিক্ষক (বিএলআই) কোভিড-১৯ প্রতিরোধ, সুস্থতা ও নিজের যত্ন সম্পর্কে ৫৬,৭৩৬ জন শিশু, যুবা ও কিশোর-কিশোরীকে রিমোট নির্দেশনা প্রদান করেন। ৭৯,২০৭ জন শিক্ষার্থী, মা-বাবা ও সেবাদানকারীদের হাত ধোওয়া, শারীরিক দূরত্ব বজায় এবং মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজারের ব্যবহার সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন দেওয়া হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠীতে স্বেচ্ছাসেবী ও শিক্ষা ফ্যাসিলিটেটররা ৮৫১টি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেন এবং ১,১২৭ জন মা-বাবা, কমিউনিটি সদস্য এবং সেবাদানকারীদের সাথে কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সচেতনতামূলক বার্তা শেয়ার করেন।

লজিস্টিক্স

লজিস্টিক্স সেক্টর তার ২০২০ সালের ওয়্যারহাউজ ধারণক্ষমতা মূল্যায়নের ফলাফল সহযোগীদের সঙ্গে উপস্থাপন করে। ফলাফলে দেখা যায় যে, রোহিঙ্গা মানবিক সাড়াদানের সহযোগীরা ছোট স্টোরেজগুলো বেশি ব্যবহার করেন, অর্থাৎ বাড়তি চাহিদার ক্ষেত্রে এসব স্টোরেজের গতিশীলতা নগন্য। ওয়্যারহাউজ ধারণক্ষমতার সীমা ২৫ বর্গমিটার থেকে ৬,৬৮৩ বর্গমিটার। এছাড়া, মোট ধারণক্ষমতা ২০১৯ সালের তুলনায় প্রায় ১২% এবং ২০১৮ সালের তুলনায় ৯৮% বৃদ্ধি পেয়েছে; এবং কোভিড-১৯ সাড়াদানের শুরু থেকে বর্তমানে তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত স্টোরেজের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে যা মোট রিপোর্টকৃত স্টোরেজ স্পেসের ৪%।

জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন (জিআইএইচএ) এবং জেন্ডার হাব

জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ সদস্যরা প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিসহ রোহিঙ্গা নারী ও কিশোরীদের লক্ষ্য করে কোভিড-১৯ জেন্ডারকেন্দ্রিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক ও আউটরিচ পরামর্শমূলক সেশন পরিচালনা করেন। জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ সহযোগীরা কোভিড-১৯ জনিত জেন্ডার ঝুঁকি ও প্রতিবন্ধকতাএবং ক্যাম্পগুলোতে নারীদের নিরাপত্তা ঝুঁকির অবনতি তুলে ধরে আলোচনা করতে ১৭ সেপ্টেম্বর রোহিঙ্গা নারী নেতৃবৃন্দ ও স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক এর সাথে দেখা করেন। জেন্ডার হাব দ্বিতীয় দফায় নারী বিষয়ক মন্ত্রণালয়, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও এবং জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ হতে কোভিড-১৯ সাড়াদানে যুক্ত ২০ জন নতুন ফ্রন্টলাইন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্মীদের হিউম্যানিটারিয়ান কর্মকাণ্ডে জেন্ডার বিষয়ে বাংলায় ইন্ডাকশন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

বর্ষা মৌসুম

১৪ জুন ২০২০ হতে ক্যাম্পগুলোতে রিপোর্টকৃত ঘটনার সংখ্যা (এসএমএসডি সেক্টর)

সামগ্রিক হতাহতের ঘটনা: ১৪ জুন থেকে এ পর্যন্ত, বৃষ্টিপাতজনিত কারণে ক্যাম্পগুলোতে ৫ জনের প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়। আহত হয়েছেন প্রায় ১৭ জন শরণার্থী। সর্বোচ্চ রেকর্ড ধারণ করা হয় ১৮ জুন, যখন একদিনে ১৩,৯০০-র বেশি শরণার্থী ঝড়ো হাওয়া ও ঢালু স্থানের মাটি সরে যাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

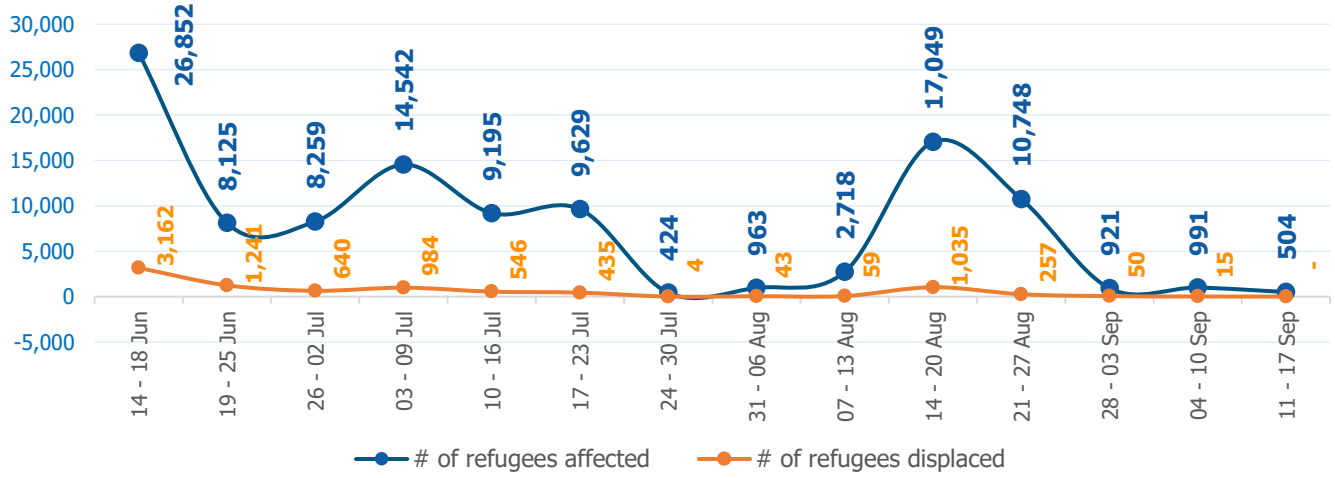

বৃষ্টিপাতের ফলে রিপোর্টকৃত ঘটনার সংখ্যা ও প্রকৃতির তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ/ইউএনডিপি)

অনুগ্রহপূর্বক পূর্বনির্ধারিত ঝুঁকির মাত্রাগুলো লক্ষ্য করুন- ৩ ঘণ্টা: ৭৫ মিমি; ২৪ ঘণ্টা: ২০০ মিমি; ৭২ ঘণ্টা: ৩৫০ মিমি। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে এই মাত্রাসমূহ পূর্ণ হলে ঢালের মাটি সরে যাওয়ার ঝুঁকি লক্ষনীয় হবে। ১৮ জুন সর্বোচ্চ ২৮২.৯৫ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়।

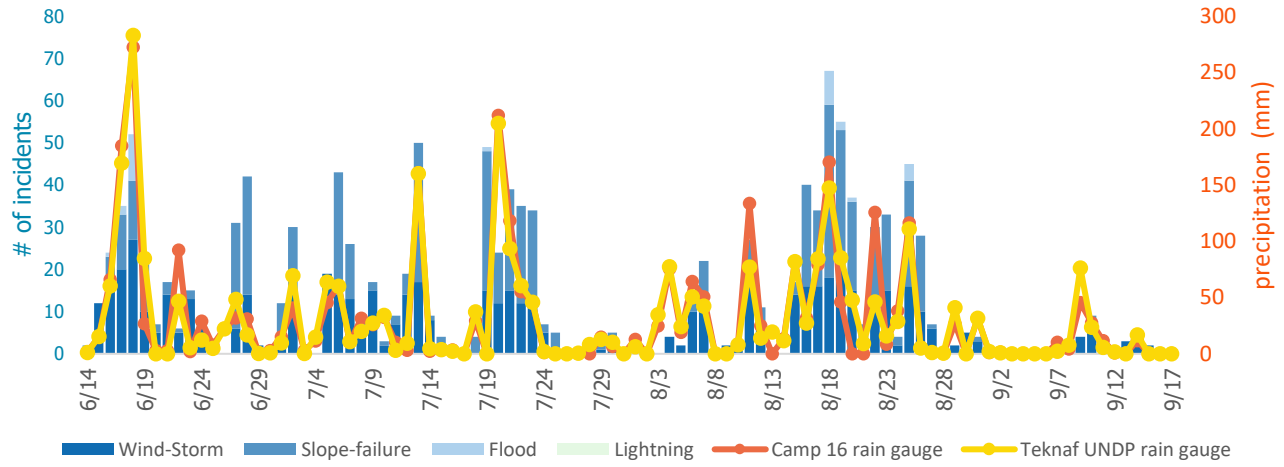

স্বাস্থ্য

এ সপ্তাহে স্বাস্থ্য সেক্টর ২৯টি ক্যাম্পের জন্য তার আপদকালীন ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত পরিকল্পনা হালনাগাদ কাজ সম্পন্ন করে।

পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ)

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে উখিয়ার বিভিন্ন ক্যাম্পে ৬৮টি টয়লেট, ১৪টি গোসলের স্থান এবং ৫টি টিউবওয়েল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং টেকনাফের বিভিন্ন ক্যাম্পে ৫টি টয়লেট, ৩টি গোসলের স্থান, ৩টি ট্যাপ-স্ট্যান্ড এবং ২টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ওয়াশ সেক্টর সহযোগীরা উখিয়া ও টেকনাফের ক্ষতিগ্রস্থ টয়লেট এবং গোসলের স্থান সংস্কারকাজ শুরু করেছেন।

কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি ওয়ার্কিং গ্রুপ

কমিউনিকেশন উইথ কমিউনিটি সহযোগীরা বর্ষার ভারী বৃষ্টিপাত সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শরণার্থী ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে সংযোগ অব্যাহত রাখে এবং বিভিন্ন কমিউনিটি সংযোগ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১২,০১২ জনের কাছে পৌঁছায়, এর মধ্যে রয়েছে ৭৩টি কমিউনিটি সচেতনতামূলক সেশন, ২,১৩৫টি প্রতিবেশীভিত্তিক যোগাযোগ সেশন, ২৮টি রেডিও লিসেনার্স গ্রুপ সেশন এবং ৮৭টি ভিডিও/ফিল্ম প্রদর্শনী। তাছাড়া, ৯৫টি তথ্য পরিষেবা কেন্দ্র স্টাফ কর্তৃক বর্ষামৌসুম সংক্রান্ত তথ্য প্রচার ও উভয় কমিউনিটি থেকে মতামত ও অভিযোগ গ্রহণের জন্য চালু ছিল।

শেল্টার বা নন-ফুড সামগ্রী (এনএফআই)

১৪	৫৫	৪৬	৬
রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার আংশিকভাবে মাঝারি ক্ষতিগ্রস্থ হয়	রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার আংশিকভাবে তীব্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়	রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার পুরো ক্ষতিগ্রস্থ হয়	রোহিঙ্গা শরণার্থী পরিবার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়

শেল্টার/এনএফআই সেক্টর সহযোগীরা মৌসুমী বৃষ্টিপাতে ক্ষতিগ্রস্থ ঝুঁকিপূর্ণ রোহিঙ্গা পরিবারগুলোকে জরুরী সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখে। শেল্টার/এনএফআই সেক্টর সহযোগীরা ১২১ পরিবারের শেল্টার ক্ষয়ক্ষতি যাচাই করে তাদের জরুরী শেল্টার সহায়তা প্রদান করে; এবং সেবাদানকারীবিহীন প্রবীণ ব্যক্তি সম্বলিত ৬টি পরিবারকে জরুরী শেল্টার উপকরণ ঘরে পৌঁছে দেয়া হয় এবং তাদের শেল্টার সংস্কার সহায়তা প্রদান করা হয়।

সুরক্ষা, শিশু সুরক্ষা (সিপিএসএস) ও জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা (জিবিভি এসএস)

রোহিঙ্গা কমিউনিটি আউটরিচ সদস্যরা ৮৭৮টি গৃহপরিদর্শন ও ৩৭১টি পর্যবেক্ষণমূলক মূল্যায়নের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে সুরক্ষামূলক বার্তা নিয়ে ৪,১৬৩ জন শরণার্থীর কাছে পৌঁছায়। কমিউনিটি আউটরিচ সদস্যরা ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের চলাচলে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। সুরক্ষা কর্মীরা ক্যাম্পগুলোতে ৩১৪টি সুরক্ষাজনিত কেইস শনাক্ত করে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রেফার করেন। শিশুসুরক্ষা কর্মীরা ক্যাম্পগুলোতে বর্ষামৌসুমে শিশুদের ঝুঁকি সংক্রান্ত বার্তা প্রচার করেন এবং পানিতে ডোবার ঘটনা প্রতিরোধ করতে এসএমএসডি কর্মীদের সাথে একত্রে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ক্যাম্পজুড়ে জরুরী শিশু ও সেবাদানকারী তথ্য কেন্দ্র চালু ছিল যা কোন দুর্ঘটনা/পরিবার বিচ্ছিন্নতার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করে। জিবিভি সাব-সেক্টর সহযোগীরা ক্যাম্পগুলোতে বর্ষামৌসুমকালীন জিবিভি ঝুঁকি সংক্রান্ত সচেতনতা-বৃদ্ধিমূলক সেশন পরিচালনা করেন। বর্ষা মৌসুমের বৃষ্টিপাত ও রাস্তার ক্ষয়ক্ষতির ফলে ক্যাম্পগুলোর কিছু নারী ও কিশোরী কেন্দ্রে যাওয়ার ব্যবস্থা কঠিন হয়ে পড়ে।

সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট (এসএমএসডি)

এসএমএসডি টিম বর্ষাজনিত ক্ষয়ক্ষতির সংস্কারকাজ অব্যাহত রাখে এবং বিভিন্ন প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এর মধ্যে রয়েছে সড়ক উন্নয়ন, ঢালু স্থান প্রতিরক্ষা এবং সেতু সংস্কার। এসএমএসডি সেক্টর সহযোগীরা শেল্টার টিমকে বর্ষার ক্ষয়ক্ষতি যাচাই, প্রতিবেদন ও জরুরী সহায়তার কাজেও সাহায্য করে। এসএমএসডি টিম ১৯টি বজ্রনিরোধক দন্ড স্থাপনের লক্ষ্যে ক্যাম্প ৮ই-তে বজ্রনিরোধক দন্ড স্থাপনের কাজ শুরু করেছে।

রোহিঙ্গা নারী স্বেচ্ছাসেবীরা ক্যাম্প ১৯-এ একটি বাঁশের সাকো মেরামত করছেন।
ছবি: অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ

শিক্ষা

এ সপ্তাহে শিক্ষা সেক্টর সহযোগীরা বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ ১৪২টি লার্নিং সেন্টারের সংস্কার কাজ অব্যাহত রাখেন।

জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন (জিআইএইচএ) এবং জেন্ডার হাব

জেন্ডার হাব ক্যাম্পের মূল সেক্টরসমূহ, শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার (আরআরআরসি) অফিস এবং দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনে (ডিআরআর) নিযুক্ত সংস্থাসমূহের ৩০ জন অংশগ্রহণকারীকে বিডিআরসিএস, আইএফআরসি এবং ডিআরআর ও বহু-দুর্যোগ প্রস্তুতি প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচীর অংশ হিসেবে জেন্ডার অন্তর্ভুক্ত দুর্যোগ প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। জেন্ডার ইন হিউম্যানিটারিয়ান অ্যাকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ সদস্যরা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশী নারী এবং নারী নেতৃবৃন্দকে জেন্ডার/জিবিভি কেন্দ্রিক এবং কোভিড-১৯ প্রসঙ্গে বর্ষা মৌসুম/ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমে যুক্ত করেন।